আলেম সমাজের ঐক্যের উপায়

মুহাম্মাদ আব্দুল হাকিম

আলেমগণ হলেন দেশ ও জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং নবী রাসূলের উত্তরাধিকারী। তাই তাঁদের মর্যাদা মহান আল্লাহর নিকট অনেক বেশি। তবে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করলে তাদের জবাবদিহিতাও বেশি।

সম্মানিত আলেমগণ তাঁদের যথাযথ ভূমিকা পালন না করলে দীনি জ্ঞান চর্চা এবং ইসলামের দাওয়াত কমে যায়। ফলে একটি জাতি পাপ পঙ্কিলতার দিকে ধাবিত হয়।

আলেম সমাজ হলেন পথহারা মানুষের পথপ্রদর্শক। তাঁরা না থাকলে দীনি জ্ঞান চর্চা হয় না। ফলে মানুষ তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ভুলে গিয়ে ভুল পথে পরিচালিত হয়। তাই তাঁদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

হাদিসে বলা হয়েছে 'যতক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীতে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' বলার মতো লোক থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না।' (সহিহ মুসলিম: ২৭০)

আমাদের দেশে ৯২ ভাগ লোক মুসলমান এবং সবাই আলেমদেরকে অনুসরণ করে ধর্মীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। তাই ইসলাম প্রিয় মানুষের নিকট আলেম সমাজের গুরুত্ব অপরিসীম।

আলেম সমাজ যদি নিজেদের ছোটোখাটো মতপার্থক্য ভুলে গিয়ে একতাবদ্ধ হন তাহলে গোটা জাতি তাঁদের পিছনে একতাবদ্ধ হবেন ফলে আলেম সমাজ একটি শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে জাতিকে সঠিক নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবেন।

বর্তমানে দেশে ছাত্রজনতার বিপ্লবের পর যে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে সে স্বাধীনতার ফসল ঘরে পৌঁছে দেয়া সকলের দায়িত্ব। তবে এক্ষেত্রে আলেম সমাজের দায়িত্ব আরও বেশি।

স্বাধীনতার ফসল জনগণের ঘরে ঘরে পৌঁছাতে হলে আল্লাহর আইন এবং সৎ লোকের শাসন ছাড়া তা সম্ভব নয়। যারা আল্লাহর আইন কানুন এবং হুকুম আহকাম পালন করেন তাঁদের দ্বারা কোনো অনৈতিক কাজ এবং দুর্নীতি হয় না। ফলে আলেম সমাজই হলেন সমাজে নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্য নেতা।

এ মুহূর্তে জাতির জন্য একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। আর এজন্য আলেম সমাজের ঐক্যবদ্ধ হওয়া সময়ের দাবি।

"আলেম সমাজের ঐক্যের উপায়" বইটি আলেম সমাজের মাঝে বিদ্যমান ছোটোখাটো মতভেদ দূর করে একতাবদ্ধ হতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এ আশা করছি। মহান আল্লাহ আলেমগণকে একতাবদ্ধ হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমিন।

সূচি পত্র

- ভূমিকা
- মুসলমানদের দুরবস্থার কারণ
- আলেম কাকে বলে
- ভালো আলেমের বৈশিষ্ট্য
- আমাদের সমাজের দুই ধারার ইমাম বা নেতা
- জাতির ক্রান্তিকালে ভালো আলেমের বড়ই প্রয়োজন
- বর্তমানে দেশে আলেম সমাজের বড় দুর্দিন
- আলেম সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য
- দেশে অনেক ইসলামী দল
- ইসলামে দলাদলি নিষেধ
- আলেম সমাজের অনৈক্যের ফলাফল কী হতে পারে
- ঐক্যের ভিত্তি কী হওয়া উচিত.
- আলেমগণই হলেন সমাজের ভালো লোক
- আলেমদের অতিরিক্ত কিছু গুণাবলী থাকা উচিত

- মুসলমানদের ইমাম বা নেতা কেমন হবেন
- আলেমদের মাঝে বিভেদ বা অনৈক্যের কারণ.
- আলেমদের সংঘবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব
- ঐক্যের জন্য আলেমদের যে গুণাবলী অর্জন করা দরকার
- আলেমদের দলগতভাবে যে গুণাবলী অর্জন করা দরকার
- ঐক্যের জন্য আলেমদের করণীয়
- আলেম সমাজের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উপায়
- উপসংহার

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সাম্প্রতিক সময়গুলোতে আলেম সমাজের মাঝে ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্ব, বিতর্ক, সংঘাত এমনভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে যে, তা মনে হয় যেন সীমার বাইরে চলে যাচ্ছে।

কিন্তু কেন এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে তার মূলে পৌঁছা দরকার। তবে এজন্য কাউকে না কাউকে এ দ্বন্দ্ব, বিতর্ক নিরসনে উদ্যোগ নিতে হবে। আমাদের মধ্যে যারা সর্বজনস্বীকৃত ও বিজ্ঞ আলেম তাঁদেরকে এ দায়িত্ব নেয়া উচিত। কারণ আলেমদের মাঝে যদি বিতর্ক জিইয়ে থাকে, তাহলে সাধারণ মুসলমানরা বিভ্রান্তির মধ্যে পরে যায়। কুরআন-হাদিস যেহেতু বিদ্যমান তাই আলেমদের মাঝে কোনো ধরনের সংশয়, বিতর্ক এবং বিভেদ থাকা কাম্য নয়।

কিন্তু আলেম সমাজের ঝগড়া এবং একে অপরের বিরুদ্ধে ফতোয়াবাজি কমছে না। দেশবিদেশে মুসলমানদের করুন পরিণতি দেখে তাদের চোখ খুলছে না। জাগ্রত হয়নি তাদের মধ্যে ন্যূনতম সহনশীলতা, ধৈর্য, ভদ্রতা আর বিবেকবোধ।

অনৈক্যের কারণে বর্তমান মুসলিম বিশ্ব আজ এক দিশেহারা অথর্ব জাতিতে পরিণত হয়েছে। ফিলিস্তিন হলো আমাদের চোখের সামনে এর বাস্তব উদাহরণ। ফিলিস্তিন হলো নবীদের ঐতিহাসিক পুণ্য জন্মভূমি। ইহুদিরা মুসলিমদের এ পুণ্যভূমিটিকে জোর করে দখলে নিয়ে ইহুদি রাষ্ট্র কায়েম করেছে। তাদের সংখ্যা মাত্র ৮৬ লাখ

অথচ ২৫ টি আরব দেশের ৩৫ কোটি মুসলমানকে কোনঠাসা করে রেখেছে। এর একমাত্র কারণ হলো মুসলমানদের অনৈক্য। নবীদের উত্তরসূরি হিসেবে পরিচিত

ওলামায়ে কেরাম কুরআন-হাদিসের রেফারেন্স দিয়ে ঐক্যের জন্য অনেক ওয়াজ করেন কিন্তু বাস্তবে তাদের মধ্যে ঐক্যের কোনো লক্ষণ দেখা যায় না।

আলেম সমাজ হলেন নবীদের উত্তরাধিকার, তাই জাতির প্রকৃত অভিভাবক হলেন আলেম সমাজ। কিন্তু আলেম সমাজের নির্লিপ্ততা আর বিতর্কিত ভূমিকার কারণে বাংলার আকাশে জন্ম নিয়েছে অমানিশার কালো মেঘ। মুসলমানদের দুরবস্থার যেন কোনো শেষ নেই। তারা আজ সর্বত্র পরাজিত ও অপমানিত। ইসলাম বিরোধীরা মুসলমানদেরকে শুধু অপমান করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না বরং তারা কুরআন, হাদিস, নবী (সা.) তথা ইসলাম সম্পর্কে ভুল তথ্য প্রচার করে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য যাবতীয় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে।

তাই ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য আলেম সমাজের উদ্যোগ গ্রহণ করা সময়ের অনিবার্য দাবি। তাই আলেম সমাজ মুসলিম জাতির পরিচালক এবং ইমাম হিসেবে মহান আল্লাহর বিধানকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করে দেশে ও জাতিকে সঠিকভাবে পরিচালিত করবেন এ প্রত্যাশা নিয়ে "আলেম সমাজের ঐক্যের উপায়" শীর্ষক বইটি লেখা। বইটি ওলামায়ে কেরাম এর মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখবে এ আমার বিশ্বাস। মহান আল্লাহ তাআলা আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমিন।